কালের কণ্ঠ

তারিখ ..17 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

এনবিআরের প্রতিবেদন

অর্থ পাচার করছে বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

ফারজানা লাবনী ▷

বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বড় অঙ্কের অর্থ পাচার করছে। এ ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান আয়ের তথ্য গোপন করছে, শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়েও মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে। বারবার তাগাদার পরও বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ করছে না তারা।

এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না। কারণ সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকে এসবের মালিক বা পরিচালক। ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ বেশির ভাগ সময় মাঝপথেই থেমে যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইসি) একটি টাস্কফোর্স তেত্রিশটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। সেখান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আরো দুটি প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

কর্ণধাররা প্রভাবশালী তাই আইনি পদক্ষেপ মাঝপথে থেমে যায়

সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন করে। ওই সময় অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এনবিআর এসব প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু করে।

প্রথম প্রতিবেদন তৈরিতে দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চল, ভ্যাট কমিশনারেট ও শুল্ক দপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বৈত কর চুক্তির আওতায় সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের কাছ থেকে এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিদেশ থেকে তথ্য জোগাড় করা হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তিসংক্রান্ত দাপ্তরিক নথিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। অন্য দুটি প্রতিবেদন তৈরিতেও একই প্রক্রিয়ায় কাজ করছেন এনবিআর কর্মকর্তারা।

প্রথম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের বড় ব্যবসায়ীদের অনেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। তাঁদের অধিকাংশ আইন মেনে ব্যবসা করলেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তাঁদের মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার করছেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে মালিকপক্ষকে না জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ কিছু কর্মকর্তা এ অসাধু কাজ করছেন। ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কৌশলে অর্থ পাচার করা হচ্ছে। মালয়েশিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে অর্থ পাচার করা হচ্ছে। সৌদি আরব, দুবাই, আবুধাবিতেও অর্থ পাচার করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ ফি, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ সেমিনার, বিদেশে বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য যন্ত্রপাতি ও গবেষণা সরঞ্জাম আমদানি প্রভৃতি বাবদ ব্যাংকিং চ্যানেলেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররা অর্থ পাচার করতে পারছেন। অর্থপাচারে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লিখিত খাতগুলোতে ব্যয়ের হিসাবে মিথ্যা তথ্য উল্লেখ করছে। দাপ্তরিক রেজিস্টারে ও কম্পিউটারে প্রকৃত হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি হিসাব উল্লেখ করা থাকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিয়ের বিষয়ে বিদেশ থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমঝোতার তথ্য গোপন রাখা হয়। ব্যাংকিং চ্যানেলে যে পরিমাণ অর্থে সমঝোতা হয় এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়। বাড়তি অর্থ পাচারকারীরা বিদেশে সংগ্রহ করে। সেটা সংশ্লিষ্ট দেশে পচ্ছিত রাখা হয় বা বিদেশে বিনিয়োগ করা হয়। কিছু নামি বিশ্ববিদ্যালয় সারা বছরই বিশেষজ্ঞ আনে, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে তা উল্লেখও করা হচ্ছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ফি খাতে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় দেখালেও এর যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি তারা।